জাতিসংঘের ৬০তম জন্মদিনটি এর সুদীর্ঘ ইতিহাসের সকল অর্জনের দিকে ফিরে তাকানোর একটি বিশেষ উপলক্ষ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ নিবারণ, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, বিপর্যস্ত পরিবেশের মাঝে বেঁচে থাকা মানুষদের সহায়তা প্রদান, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন স্বীকৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলোর কেন্দ্র ছিল এটি। এই সংস্থাটি বিশ্বায়নের সর্বোত সহায়তা প্রদানসহ সেই দিনের জন্য কাজ করছে যে দিন দরিদ্র্যতা বলে আর কিছু থাকবে না।

৬০ বছরের নিদর্শনগুলো আমাদের আরো মনে করিয়ে দেয় যে, প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের চেয়ে আজকের পৃথিবী অনেক আলাদা। জাতিসংঘকে এ নতুন যুগকে ধারণ করে মোকাবেলা করতে হবে এর চ্যালেঞ্জসমূহকে– যার মধ্যে সর্বাগ্রে এটা জানা যে, সুরক্ষা পাবার অসংখ্য উপায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বে এখনও অনেক মানুষ ক্ষুধা, রোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে অরক্ষিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। একটি নবায়নকৃত জাতিসংঘকে এই অবস্থার পরিবর্তনে এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের মহৎ আদর্শকে এগিয়ে নিতে আরো অংশীদারের একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

কফি আনান
২৪ অক্টোবর ২০০৫

জাতিসংঘ : ৬০ বছরে ৬০ অর্জন

একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ও শান্তিকে আরো দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরমাণু যুদ্ধ ও নিরন্তর আঞ্চলিক সংঘাতের হুমকির পটভূমিতে শান্তিরক্ষা জাতিসংঘের প্রধান কাজে পরিণত হয়, আর তাই নীল শিরস্ত্রাণধারী শান্তিরক্ষীদের কর্মকাণ্ডই সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

কিন্তু জাতিসংঘ কেবলই শান্তিরক্ষা ও সংঘাত মীমাংসার সংগঠন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টির অগোচরে জাতিসংঘ পরিবার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপক কার্যক্রমে নিবেদিত।

শিশুদের জীবনরক্ষা ও উন্নয়ন; পরিবেশ সংরক্ষণ; মানবাধিকার; স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা; দারিদ্র্য নির্মূল ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন; কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন; শিক্ষা; নারীর অগ্রগতি; জরুরি ও আপৎকালীন ত্রাণ; বিমান ও নৌ ভ্রমণ; আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার; শ্রমিক ও কর্মজীবীদের অধিকার; তালিকা বড়ই হতে থাকবে।

১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জাতিসংঘ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল।

১ উন্নয়নে সহযোগিতা

বিশ্বব্যাপী জীবনমানের উন্নয়ন, মানব দক্ষতা ও সম্ভাবনা বিকাশের জন্য জাতিসংঘ তার সকল সম্পদ ও মনোযোগ নিয়োজিত করেছে। ২০০০ সাল থেকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের আলোকে যা পরিচালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাদ রেখেই জাতিসংঘের বাৎসরিক উন্নয়ন ব্যয় ১০০০ কোটি ডলারেরও অধিক। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মীরা ১৬৬টি দেশে চরম দারিদ্র্য নিরসন ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে।

ইউনিসেফ ১৫৭টি রাষ্ট্রে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এবং শিশুদের সুরক্ষা, টিকাদান, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রতিবছর প্রায় ১২০ কোটি ডলারেরও বেশি ব্যয় করছে। আনকটাড রাষ্ট্রগুলোকে উন্নয়নের জন্য বাণিজ্য-সুবিধাকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে সহায়তা করছে। বিশ্বব্যাংক ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিবছর উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহকে ১৮০০ থেকে ২০০০ কোটি ডলারের ঋণ ও অনুদান প্রদান করে আসছে এবং এ যাবৎ প্রায় ৯৫০০টি উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে দাতা রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকেই উন্নয়ন সাহায্যের তহবিল সংগৃহীত হয়।

২ গণতন্ত্রের প্রসার

জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রসার ও শক্তিশালীকরণে এবং গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি করতে কাজ করে যাচ্ছে। এটি কম্বোডিয়া, নামিবিয়া, এল সালভাদর, ইরিত্রিয়া, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কসোভো ও পূর্ব তিমুরসহ বহু দেশের জনগণকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণে সক্ষমতা দান করেছে। জাতিসংঘ প্রায় ৯০টিরও বেশি রাষ্ট্রে নির্বাচনের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেছে। বিশেষ করে, আফগানিস্তান, ইরাক ও বুরুন্ডির মত দেশগুলোর কঠিন সময়ে জাতিসংঘ তাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেছে।

৩ মানবাধিকার উন্নয়ন

১৯৪৮ সালে সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হবার পর হতে এ পর্যন্ত রাজনৈতিক, নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক প্রায় এক ডজন চুক্তি প্রণয়নে ও সম্পাদনে জাতিসংঘ সহায়তা করেছে। ব্যক্তিগত অভিযোগ তদন্ত করার মাধ্যমে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা নির্যাতন, অন্তর্ধান, বিনা বিচারে আটক প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারসমূহের উপর আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করে।

৪ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা

জাতিসংঘ ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ স্থানগুলোতে প্রায় ৬০টি শান্তিরক্ষা ও পর্যবেক্ষণ মিশন প্রেরণের মাধ্যমে সংলাপ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক সুষ্ঠু পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ জীবনকে যুদ্ধে বলি হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ১৬টি শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালিত হচ্ছে।

৫ শান্তি স্থাপন

১৯৪৫ সাল হতে আঞ্চলিক সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ প্রায় ১৭০টি শান্তি মীমাংসায় সহায়তা করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইরাক-ইরান যুদ্ধ নিরসন, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারে সহায়তা প্রদান এবং এল সালভাদর ও গুয়েতেমালায় গৃহযুদ্ধের অবসান। জাতিসংঘ আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনাকে এড়াতে 'শান্ত' কূটনৈতিক পন্থা ব্যবহার করেছে।

৬ পরিবেশ রক্ষা

জাতিসংঘ বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে। ঐকমত্য ও আপোষ চুক্তি প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিক ফোরাম হিসেবে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, বিষাক্ত আবর্জনা, বন ও প্রজাতির বিলোপ এবং বাতাস ও পানি দূষণের মত বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে মোকাবেলায় অবদান রাখছে। এ সকল সমস্যার সমাধান করতে না পারলে বাজার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হবে না এবং পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির ফলে প্রাকৃতিক 'মূলধন' হারিয়ে যাবে, যার উপর নির্ভর করছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানুষের বেঁচে থাকা।

৭ পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ

পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহারকারী রাষ্ট্রসমূহ যাতে গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আই.এ.ই.এ) মাধ্যমে জাতিসংঘ চেষ্টা করে যাচ্ছে। ৭০টিরও বেশি দেশে আই.এ.ই.এ শ'খানেক পরমাণু শক্তি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এখন পর্যন্ত ১৫২টি রাষ্ট্রের সাথে আই.এ.ই.এর ২৩৭টি নিরাপত্তা চুক্তি কার্যকর রয়েছে।

৮ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীনতা

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় ৭৫ কোটি মানুষ – বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ-ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে পরাধীনভাবে বসবাস করত। জাতিসংঘ প্রায় ৮০টিরও অধিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা পালন করছে, যেগুলো এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

৯ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা

প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া ও রুয়ান্ডার জন্য প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ ট্রাইব্যুনাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে তাদের শাস্তি বিধান করে, গণহত্যা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে এবং ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের জনগণ ভীষণভাবে উপকৃত হয়।

১০ দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান

বর্ণবাদী ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিপক্ষে চুক্তি, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘ বর্ণবাদী ব্যবস্থার অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে সমতার ভিত্তিতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে

"বর্ণবাদ অপসারণ এবং মুক্তির লক্ষ্যে আমাদের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশের জন্য জাতিসংঘ এবং এর সকল সদস্য রাষ্ট্রকে একসাথে এবং আলাদাভাবে আমি আজ বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই"

–**প্রেসিডেন্ট নেলসন মেন্ডেলার** ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভাষণের অংশবিশেষ। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম অবাধ ও বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১১ আন্তর্জাতিক আইনকে শক্তিশালী করা

জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় মানবাধিকার, সন্ত্রাসবাদ, আন্তর্জাতিক অপরাধ, শরণার্থী, নিরস্ত্রীকরণ, পণ্য ও সমুদ্রবিষয়ক ৫০০টির অধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

১২ শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান

১৯৫১ সালের পর হতে জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ও অন্যান্য সংস্থার নিকট থেকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা প্রায় ৫ কোটিরও অধিক মানুষ নিরন্তর মানবিক সহায়তা পেয়েছে। এই সংস্থা শরণার্থী সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শরণার্থীদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনে নতুবা আশ্রয় প্রদানকারী রাষ্ট্রে তাদের অঙ্গীভূতকরণে অথবা তৃতীয় কোন রাষ্ট্রে পুনর্বাসনে সহায়তা করে থাকে। সারা বিশ্বে প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ শরণার্থী, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ – যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু - জাতিসংঘের নিকট থেকে খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা সাহায্য, শিক্ষা ও প্রত্যাবাসন সহায়তা গ্রহণ করছে।

১৪ উন্নয়নশীল দেশে চরম ক্ষুধা ও গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসন

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করতে কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল (ইফাড) ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। সংস্থাটি ১৯৭৮ সালে কার্যক্রম শুরু করার পর হতে এ পর্যন্ত ৬৭৬টি প্রকল্প ও কর্মসূচিতে প্রায় ৮৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা থেকে প্রায় ২৫ কোটিরও অধিক মানুষ উপকৃত হয়েছে। ইফাডের সকল তহবিল আসে দেশগুলোর স্বেচ্ছা দান থেকে ।

১৫ ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান

ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্যোগের পটভূমিতে নিকট প্রাচ্যে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (আন্‌র)- একটি ত্রাণ ও মানব উন্নয়ন সংস্থা– চার পুরুষ ধরে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, ক্ষুদ্রঋণ ও জরুরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে ৪০ লক্ষেরও অধিক ফিলিস্তিনি শরণার্থী আন্‌র'এর তালিকাভুক্ত রয়েছে।

১৬ আফ্রিকার উন্নয়নে গুরুত্বারোপ

আফ্রিকা জাতিসংঘে বিশেষ প্রাধান্য পেয়ে আসছে। ১৯৮৬ সালে আফ্রিকার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন যোগাতে জাতিসংঘ একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে। ২০০১ সালে আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধানগণ উক্ত মহাদেশের জন্য নিজস্ব পরিকল্পনা– 'আফ্রিকার উন্নয়নে নতুন অংশীদারিত্ব'– প্রণয়ন করেন, যাকে ২০০২ সালে সাধারণ পরিষদ আফ্রিকায় আন্তর্জাতিক সহায়তা পৌঁছানোর প্রধান রূপরেখা হিসেবে অনুমোদন দান করে। আফ্রিকা জাতিসংঘের উন্নয়ন ব্যয়ের ৩৩ শতাংশ পেয়ে থাকে, যা অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আফ্রিকাকে সহায়তা করার জন্য জাতিসংঘের সকল সংস্থার বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে।

১৭ নারীর কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

জাতিসংঘ নারীর সমতা ও কল্যাণ অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। নারীর জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউনিফেম) এবং নারী অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (ইনসট্র) নারীর জীবনমান উন্নয়ন ও নারী অধিকার বাস্তবায়নে ১০০টিরও অধিক রাষ্ট্রে কাজ করে যাচ্ছে। ইনসট্র গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং ইউনিফেম নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল, এইচআইভি/এইডসের বিস্তার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি এবং ভূমি ও উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিতকরণের মত ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করে থাকে। অবশ্য জাতিসংঘের সকল সংস্থাই নারীর প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

১৮ নারী অধিকার

জাতিসংঘের একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল নারীর জীবনমান উন্নয়ন এবং নারীর নিজ জীবনের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো সিটিতে জাতিসংঘ প্রথমবারের মত বিশ্ব নারী সম্মেলনের আয়োজন করে, যা ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক নারী দশক। এ সময় জাতিসংঘ সমর্থিত সম্মেলন ও অন্যান্য সম্মেলনে নারী অধিকার বাস্তবায়ন সূচি প্রণয়ন করা হয়। ১৮০টি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নারীর বিরুদ্ধে সকল বৈষম্য দূরীকরণে সম্পাদিত জাতিসংঘ চুক্তি বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা করছে।

নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থান

১৯ প্রথম জাতিসংঘ পানি দশকে (১৯৮১-১৯৯০) ১০০ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য প্রথমবারের মত নিরাপদ পানির সংস্থান করা সম্ভব হয়। ১৯৯০ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে আরো ১১০ কোটি মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা পায়। ২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক নিরাপদ পানি বর্ষ এ মূল্যবান সম্পদ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পানি দশকে নিরাপদ পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত জনগণের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

পোলিও নির্মূল করা

২০ এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক গণস্বাস্থ্য কার্যক্রম- বিশ্ব পোলিও নির্মূল উদ্যোগের ফলে আফগানিস্তান, মিশর, ভারত, নাইজার, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তান ছাড়া অন্য সকল অঞ্চল হতে পোলিও রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ও ইউ.এস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল ও প্রিভেনশনের সহযোগিতায় গৃহীত প্রশংসনীয় এ উদ্যোগের ফলে বিশ্বের ৫০ লক্ষ শিশু পোলিওর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, অন্যথায় যারা পঙ্গু হয়ে যেত। যে রোগ এক সময় বিশ্বের ১২৫টি দেশের শিশুদের পঙ্গুত্বের কারণ ছিল আজ তা নির্মূলের পথে।

২১ এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

এইচআইভি/এইডস বিষয়ক জাতিসংঘের যৌথ কর্মসূচি (ইউএনএইডস) বিশ্বের ৪ কোটি জীবনকে ক্ষতিগ্রস্তকারী এইডস সংক্রমণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কার্যক্রমকে সমন্বয় করছে। এইডস সংক্রমণের প্রভাব হ্রাসে এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের বিপন্নাবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এ সংস্থা বিশ্বের ১৩০টি দেশে এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। ইউএনএইডস জাতিসংঘের আরও দশটি সহযোগী সংস্থার দক্ষতাকে একত্র করে কাজ করছে।

২২ গুটিবসন্ত দূরীকরণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৩ বছরের প্রচেষ্টার ফলে ১৯৮০ সালে বিশ্বের বুক থেকে গুটিবসন্তকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে টিকা ও তদারকি বাবদ প্রতি বছর ১০০ কোটি ডলার সাশ্রয় হবে, যা এ সংক্রমণ নির্মূলে ব্যয়কৃত অর্থের প্রায় তিনগুণ।

২৩ সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা

গত দুই দশকে টিকাদান কর্মসূচি ২ কোটিরও অধিক লোকের জীবন রক্ষা করেছে। ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগের ফলে প্রতিরোধযোগ্য ছয়টি রোগ– পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া এবং যক্ষা রোগে টিকাদানের হার ৭০ দশকের শুরুর দিকে ৫ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। হামে মৃত্যুর হার ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ সালে ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ধনুষ্টংকারের বিরুদ্ধে টিকাদান কর্মসূচির ফলে লক্ষ লক্ষ মা ও নবজাতক শিশুর জীবন রক্ষা পেয়েছে এবং ১০৪টি উন্নয়নশীল দেশ এ রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে।

২৪ মহামারী বিস্তার প্রতিরোধ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারস রোগের বিস্তার প্রতিরোধে সহায়তা করে বহু মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর সতর্কতা ব্যবস্থা জারি ও জরুরি ভ্রমণ পরামর্শের ফলে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এ রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করতে অথবা আক্রান্তের সংখ্যা সীমিত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। হু'র অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রতিবছর ২০০ থেকে ২৫০ বার সারস সংক্রমণের ঘটনা ঘটে। গড়ে এরূপ ৫ থেকে ১৫টি সংক্রমণের ঘটনার ক্ষেত্রে বিশেষ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে।

২৫ শিশু মৃত্যু হার হ্রাস

১৯৬০ সালের শুরুর দিকে প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে একজন পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই মারা যেত। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক খাবার স্যালাইন, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুর হার ২০০২ সাল নাগাদ প্রতি ১২ জনে একজনে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে লক্ষ্য হল পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার ২০১৫ সাল নাগাদ ১৯৯০ সালের হারের দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা।

২৬ ব্যবসার ভিত্তি রচনা

জাতিসংঘ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘ পরিসংখ্যান, বাণিজ্য আইন, শুল্ক পদ্ধতি, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, বিমান, নৌ এবং টেলিযোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমঝোতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডের দ্বারা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য 'নমনীয় অবকাঠামো' প্রদান করে তৈরি করে এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও লেনদেনের ব্যয় হ্রাসে সহায়তা করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং যথাযথ অর্থনৈতিক নীতি ও বাণিজ্যবান্ধব আইন তৈরিতে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে জাতিসংঘ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২৭ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠা

জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) মাধ্যমে উত্তর-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-দক্ষিণ শিল্প সহযোগিতার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। এটি উদ্যোক্তা সৃষ্টি, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সাশ্রয়ী ও টেকসই শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যবস্থাপনায় এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে দারিদ্র্য হ্রাসে এ সংস্থা রাষ্ট্রসমূহকে সহায়তা করে।

২৮ দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জটিল জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে জাতিসংঘ অসহায়ের নিকট ত্রাণ পৌঁছে দিতে ও ত্রাণ কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনে ভূমিকা পালন করে। রেডক্রস, প্রধান সাহায্যকারী সংস্থা ও দাতাদের সাথে একত্রে কাজ করে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। জাতিসংঘের আবেদনের মাধ্যমে জরুরি সহায়তা হিসেবে প্রতিবছর ২০০ কোটি ডলারেরও অধিক সংগৃহীত হয়ে থাকে।

২৯ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট উভয় প্রকার বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি বা ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বহু মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করে। ভূ-পৃষ্ঠে বহু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ও মহাশূন্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এ সংস্থার পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগ সম্পর্কে অধিকতর সঠিকভাবে অনুমান, দীর্ঘস্থায়ী খরার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী এবং তেল, রাসায়নিক পদার্থ ও পরমাণু দুর্ঘটনার ব্যাপারে সঠিক তথ্য প্রদান সম্ভবপর করেছে। সংস্থাটি খরাপীড়িত অঞ্চলে খাদ্য সাহায্য বিতরণ কাজেও দক্ষতার সাথে অংশগ্রহণ করেছে।

৩০ সুনামি ত্রাণ বিতরণ

২০০৪-এর ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে সুনামি আঘাত হানার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাতিসংঘ দুর্যোগ সমীক্ষা ও সমন্বয়কারী দল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহে পৌঁছে যায়। ত্রাণ কার্যক্রমের ছয় মাসের মধ্যে ১৭ লক্ষ মানুষের নিকট খাদ্য পৌঁছানো, ১১ লক্ষের অধিক গৃহহীন মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা, ১০ লক্ষের বেশি মানুষের নিকট পানীয় জল সরবরাহ এবং ১২ লক্ষেরও অধিক শিশুকে হামের টিকা প্রদানের মাধ্যমে জাতিসংঘ বেঁচে যাওয়া মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। জাতিসংঘের দ্রুত ও কার্যকর মানবিক ত্রাণ কার্যক্রমের লক্ষ্য হল প্রথম দিনের ধ্বংসযজ্ঞের পর আর কোন প্রাণহানি ঘটতে না দেওয়া এবং রোগের প্রাদুর্ভাব যাতে এড়ানো যায় তা নিশ্চিত করা।

৩১ ওজোন স্তর রক্ষা করা

পৃথিবীর ওজোন স্তরের ক্ষতির ব্যাপারে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ট্রিল প্রটোকল সম্পাদনের ফলে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ ওজোন স্তর ক্ষয়কারী রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তে নিরাপদ বিকল্পের সন্ধান করছে। এ প্রচেষ্টার ফলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি থেকে সৃষ্ট ত্বকের ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি থেকে বহু মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

৩২ জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধান

বিশ্ব পরিবেশ সহায়তা (জিইএফ) তহবিলের প্রকল্পসমূহ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসে সাহায্য করছে। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত জিইএফ তহবিল হল বিশ্বের পরিবেশ খাতে ব্যয়ের জন্য সর্ববৃহৎ তহবিল এবং বিশ্ব পরিবেশের জন্য অর্থায়নের একমাত্র বৃহৎ উৎস। এটি প্রাণীবৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ওজোন স্তর রক্ষা, আন্তর্জাতিক নদী-সমুদ্র পরিচ্ছন্ন রাখা, ভূমিক্ষয় রোধ এবং বিষাক্ত জৈবদূষক নির্মূলে প্রকল্প সহায়তা প্রদান করে। বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন গোষ্ঠীসমূহকে ৬০০০-এর বেশি ক্ষুদ্র সাহায্য প্রদানসহ জিইএফ ৫৭০ কোটি ডলার সহায়তা প্রদান করছে এবং ১৮৮০ কোটি ডলার সহযোগী পৃষ্ঠপোষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছে। জিইএফ হল জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এবং বিশ্বব্যাংকের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা।

৩৩ ভূমিমাইন অপসারণ

আফগানিস্তান, এ্যাঙ্গোলা, বসনিয়া-হার্জেগোভিনিয়া, ইরাক, মোজাম্বিক এবং সুদানসহ বিশ্বের ৩০টি দেশ থেকে ভূমিমাইন অপসারণের এক আন্তর্জাতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করছে জাতিসংঘ। এসকল ভূমিমাইনে এখনও প্রতি বছর বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায় বা পঙ্গুত্ববরণ করে। ভূমিমাইনের বিপদ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে, ভূমিমাইনে ক্ষতিগ্রস্তদের আত্মনির্ভরশীল হতে এবং রাষ্ট্রগুলোকে ভূমিমাইনের মজুদ ধ্বংস করতে জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে।

৩৪ ক্ষুধার্তের নিকট খাদ্য পৌঁছে দেওয়া

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, বিশ্বের সর্ববৃহৎ মানবিক সংস্থা, বিশ্বের ৮০টি দেশে শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষসহ প্রায় ৯ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের নিকট প্রতিবছর খাদ্য পৌঁছে দেয়। নারী ও শিশুর বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা রেখেই বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। বিদ্যালয় খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ শিশুকে বিনামূল্যে দুপুরের খাবার বা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার মত খাবার প্রদান করা হয়, যার প্রতিটি প্যাকেটের মূল্য মাত্র ১৯ মার্কিন সেন্ট। এ সংস্থা খাদ্য সরবরাহ ও তদারকির জন্য স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক ব্যবহার, বিমান থেকে খাদ্য বিতরণ, গাধা বা জংলি গাইয়ের পিঠে খাদ্য বোঝাইসহ সকল ধরনের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকে। গত চার দশকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি প্রায় ৩৫০০ কোটি ডলার সমমূল্যের ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সাহায্য প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, যাদের অধিকাংশই বিশ্বের দরিদ্রতম রাষ্ট্রগুলোতে বসবাস করে।

৩৫ ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) ক্ষুধাকে পরাজিত করতে দীর্ঘমেয়াদী বিশ্ব প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব প্রদান করছে। ফাও একটি নিরপেক্ষ ফোরাম হিসেবে কাজ করে যেখানে সকল রাষ্ট্র সমতার ভিত্তিতে চুক্তি ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করে থাকে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে কৃষি, বন ও মৎস্য খাতের আধুনিকায়ন ও সকলের জন্য পুষ্টি নিশ্চিত করতে ফাও কাজ করে যাচ্ছে।

৩৬ অতিরিক্ত মাছ নিধন বন্ধ করা

বিশ্বের মৎস্য সম্পদের ৬০ শতাংশ অতিরিক্ত নিধনের শিকার। ফলে ৮ শতাংশ মৎস্য সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফাও সমুদ্রের মৎস্য উৎপাদন তদারকি করে এবং অতিরিক্ত মৎস্য নিধনের ক্ষতি সম্পর্কে সকলকে সর্তক করে। এ সমস্যা সমাধানে ফাও ও এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৯৯৫ সালে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে।

৩৭ বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ

বিশ্বকে মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত করতে মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর রাসায়নিক জৈবদূষক সম্পর্কিত স্টকহোম সম্মেলন করা হয়েছে। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিনষ্টকারী, শিশুর জন্ম ও বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং ক্যান্সার ও মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী এমন ১২টি বিষাক্ত কীটনাশক ও শিল্পখাতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যকে এ চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। অন্যান্য জাতিসংঘ চুক্তি ও কর্মপরিকল্পনাসমূহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ, মেরুকরণ প্রতিরোধ, আঞ্চলিক সমুদ্রসমূহ রক্ষা ও বিষাক্ত আবর্জনার সীমান্তপথ অতিক্রম প্রতিরোধে সহায়তা করছে।

৩৮ ভোক্তার স্বাস্থ্য রক্ষা

বাজারে বিক্রীত খাদ্যের মান নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের সদস্য রাষ্ট্রদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থাদ্বয় প্রায় ২০০টি খাদ্যদ্রব্যের মান নির্ধারণ করেছে, ৩০০০ খাদ্য বহনকারী কন্টেইনারের নিরাপত্তা সীমা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও মজুদের বিধিমালা নির্ধারণ করেছে। খাদ্যদ্রব্যের মোড়ক ও এর বিবরণ লেখায় মান নির্ধারণ করায় তা ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় সহায়তা করছে।

৩৯ সন্ত্রাস দমন

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনে জাতিসংঘ আইনগত কাঠামো তৈরি করেছে। জিম্মি করা, বিমান ছিনতাই, সন্ত্রাসী বোমা হামলা, সন্ত্রাসবাদে অর্থ যোগান ও সাম্প্রতিক পরমাণু সন্ত্রাস দমনে এ যাবৎকাল জাতিসংঘের অধীনে ১৩টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত ৬৩টি রাষ্ট্র এই সকল চুক্তিসমূহ অনুমোদন করেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি নতুন সমন্বিত চুক্তির খসড়া প্রণীত হয়েছে। জাতিসংঘ সন্ত্রাসবিরোধী কমিটি সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন তদারক করে এবং সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতার সমন্বয় সাধন করে। সন্ত্রাস প্রতিরোধে ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাদকাসক্তি ও অপরাধ দপ্তরসহ জাতিসংঘের অন্যান্য দপ্তর ১০০টিরও অধিক রাষ্ট্রকে সহায়তা প্রদান করছে।

৪০ প্রজনন ও মাতৃ স্বাস্থ্য সুরক্ষা

স্বেচ্ছাসেবী পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের সময় ও সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণে ব্যক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) জনগণকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বিশেষত নারীদের নিজ জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের নারীরা তুলনামূলক কম সন্তান জন্ম দিচ্ছেন। ১৯৬০ সালে একজন নারীর সন্তান জন্মদানের হারসংখ্যা ৬ থাকলেও বর্তমানে তা ৩-এ নেমে এসেছে। ফলে বিশ্বের জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬৯ সালে ইউএনএফপিএ যখন প্রথম কার্যক্রম শুরু করে তখন ২০ শতাংশেরও কম দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করত। বর্তমানে এ সংখ্যা ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ইউএনএফপিএ ও এর অন্যান্য সহযোগী প্রসবকালীন সময়ে প্রশিক্ষিত ধাত্রী, প্রসবকালীন জরুরি সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ পদপেক্ষ গ্রহণ করছে।

৪১ প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিবাদের আইনী মীমাংসা

আন্তর্জাতিক আদালত রায় ও পরামর্শমূলক মতামত প্রদানের মাধ্যমে ভূ-খণ্ডগত সমস্যা, কূটনৈতিক সম্পর্ক, জিম্মি সমস্যা, রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসায় সহায়তা করেছে।

৪২ বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন

জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (আনকটাড) বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে ও রপ্তানিজাত পণ্যের জন্য বিশেষ সুবিধা পেতে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহকে সহায়তা করছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে, তাদের পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে, বাণিজ্য অবকাঠামোয় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব অর্থনীতির সাথে একীভূত হতে এ সংস্থা আন্তর্জাতিক পণ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে।

৪৩ অর্থনৈতিক সংস্কার

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বহুদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং আয়-ব্যয়ের সমতা বিধানের সমস্যা মেটাতে সাময়িক অর্থ সহায়তা প্রদান করছে এবং সরকারের অর্থ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

৪৪ মহাসাগরগুলোতে স্থিতিশীলতা ও নিয়মশৃংখলা আনয়ন

জাতিসংঘ বিশ্বের সমুদ্রসমূহ ব্যবহারের নীতিমালাকে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় এনেছে। জাতিসংঘ ১৯৮২ সালে সমুদ্র আইন চুক্তির মাধ্যমে সমুদ্রের উপরিভাগ ও তলদেশের সকল ধরনের কার্যক্রমের জন্য প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য আইনগত কাঠামো প্রদান করেছে। সমুদ্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সমুদ্রসীমা নির্ধারণ, গভীর সমুদ্রে নৌযান চলাচল, সমুদ্র উপকূলীয় রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ, সমুদ্রের পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ, সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় সহযোগিতা, সমুদ্রের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত নীতিমালা এ চুক্তির আওতায় প্রবর্তন করা হয়।

৪৫ আকাশ ও সমুদ্রপথে ভ্রমণ

জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ সমুদ্র ও আকাশপথে নিরাপদে ভ্রমণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (আইসিএও) আকাশপথে ভ্রমণকে সবচেয়ে নিরাপদ করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১৯৪৭ সালে আকাশপথে ভ্রমণকারী ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫৯০ জন মানুষ বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। ২০০৪ সালে ৩৩০ কোটি বিমানযাত্রীর মধ্যে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪২০ জনের। আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা (আইএমও) সমুদ্রসমূহকে নিরাপদ করতে বিশেষ সহায়তা করেছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জাহাজসমূহ অধিকতর নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব হচ্ছে। জাহাজ দুর্ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে, প্রাণহানি কম ঘটছে, দূষণের মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে, জাহাজের তেল থেকে দূষণের মাত্রা কমছে এবং বায়ু ও মলমূত্র থেকে দূষণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। সমুদ্রে জলযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪৬ মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ

মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জাতিসংঘের তিনটি চুক্তির আওতায় জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ দপ্তর নিষিদ্ধ মাদকের যোগান ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। মাদক সম্পর্কিত এইচআইভি/এইডসের বিস্তার ও মাদকাসক্তির সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব হ্রাসেও এ সংস্থা কাজ করছে। এ দপ্তর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সামাজিক মাদক প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদান করে। দরিদ্র কৃষকদের নিষিদ্ধ ফসলের উপর নির্ভরতা হ্রাসেও এ সংস্থা কাজ করে থাকে।

৪৭ আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন

দুর্নীতি, অর্থপাচার, মাদক চোরাচালান, মানুষ ও অভিবাসী পাচার প্রতিরোধ, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ দমন করতে আইনগত ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ দপ্তর অন্যান্য রাষ্ট্র ও সংস্থার সাথে একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪৮ শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শ্রমবিষয়ক মৌলিক নীতিমালা ও মানদণ্ড এবং কর্মক্ষেত্রের অধিকারসমূহ নির্ধারণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সমবেত হবার অধিকার, একত্রে দরকষাকষির অধিকার, সকল ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম বন্ধ, শিশুশ্রম ও কর্মক্ষেত্রের বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন ও সরকারের মধ্যে সংলাপ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রধান কাজ।

৪৯ উন্নয়নশীল দেশে সাক্ষরতা ও শিক্ষার উন্নয়ন

জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের ফলে বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বের ৭৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ লিখতে ও পড়তে পারে এবং ৮৪ শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। বর্তমান লক্ষ্য হল ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি নিশ্চিতকরণ। নারী শিক্ষা ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এসকল কর্মসূচির উদ্দেশ্য। উন্নয়নশীল দেশে নারী সাক্ষরতার হার ১৯৭০ সালের ৩৬ ভাগ থেকে ২০০০ সালে ৭০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। যা ২০১৫ সালের মধ্যে সকল নারী শিশুর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি নিশ্চিত করেছে।

৫০ শিশুদের সমর্থনে বিশ্বের অঙ্গীকার সৃষ্টি

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শিশুদের অতি প্রয়োজনীয় সহায়তা ও টিকা প্রদানের জন্য ইউনিসেফ এল সালভাদর থেকে লেবানন, সুদান থেকে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া, সর্বত্র 'শান্তি দিবস' প্রতিষ্ঠা ও 'শান্তির দ্বার উন্মোচনে' অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ চুক্তি ১৯২টি দেশে আইনে পরিণত হয়েছে। ২০০২ সালে শিশুবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে ১৯০টি দেশের সরকার শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, তাদেরকে দুর্ব্যবহার, শোষণ ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা এবং এইডসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সময়-নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

৫১ ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক, স্থাপত্য ও প্রাকৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ

ইউনেস্কো ১৩৭টি রাষ্ট্রকে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক নিদর্শন ও পুরাকীর্তি সংরক্ষণে এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ ও বিশেষ প্রাকৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়নে সহায়তা করেছে।

৫২ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ে সহায়তা

ইউনেস্কো ও জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘ উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করেছে এবং সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের সংস্কৃতিসহ সাংস্কৃতিক বিকাশে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করেছে।

৫৩ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ রক্ষা

বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থা (ডবিউ.আই.পি.ও.) বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্রষ্টা ও মালিকদের অধিকার সংরক্ষণ করছে এবং স্বকীয়তার জন্য উদ্ভাবক ও লেখকগণের স্বীকৃতি ও পুরস্কার নিশ্চিত করেছে। বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সীমারেখা বিস্তার এবং মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করতে বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার সংরক্ষণ আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বিপণনের জন্য স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করে এ সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে গতিশীল রাখতে সহায়তা করে।

৫৪ মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

বিভিন্ন সংস্কৃতির তথ্য কোনরূপ বিধিনিষেধ ছাড়াই যেন সকলেই পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে ইউনেস্কো গণমাধ্যমের শক্তিবৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়তা করে এবং স্বাধীন সংবাদপত্র ও প্রচারমাধ্যমকে সমর্থন দিয়ে থাকে। ইউনেস্কো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পর্যবেক্ষণ করে এবং সাংবাদিক হত্যা বা আটকের মত গুরুতর অধিকার লংঘনের ঘটনায় প্রকাশ্যে নিন্দা জানায়।

৫৫ বস্তিজীবন থেকে নির্মল আবাসনে প্রত্যাবর্তন

মানবজাতির অর্ধেকের বসবাস আজ শহরে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পদ ও সুযোগ তৈরিতে অধিক জাতীয় উৎপাদন ও উপভোগের জন্য একেকটি কেন্দ্র এগুলো। আবার শহরগুলোই ব্যাধি, সন্ত্রাস, দূষণ আর দারিদ্র্যের চারণভূমি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই বাস করে বস্তিতে যারা আশ্রয়, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ন্যূনতম সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ইউ.এন. হাবিতাত ১৫০টিরও অধিক প্রকল্প ও কর্মসূচি নিয়ে বিশ্বের ৬১টি দেশের শহর ও নগরে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বেসরকারী সাহায্যকারী সংস্থার সাথে এসব সমস্যা সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেগুলো শহরের দরিদ্র অধিবাসীদের নিরাপত্তা, তাদের মৌলিক সুবিধা ও অবাসনের জন্য বিনিয়োগের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করছে।

৫৬ বিশ্ব ডাক ব্যবস্থায় উন্নয়ন

বিশ্ব ডাক সংস্থা (ইউপিইউ) বিশ্বের ডাক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতার এক প্রাথমিক ফোরাম হিসেবে কাজ করে এবং সত্যিকার আধুনিক আন্তর্জাতিক ডাক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। এটি আন্তর্জাতিক ডাক বিনিময়ের বিধিমালা নির্ধারণ করে এবং ডাক ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ও সেবার মানোন্নয়নে সুপারিশমালা প্রদান করে। ১৯০ সদস্যবিশিষ্ট ইউপিএ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডাক বিতরণ নেটওয়ার্ক যার মাধ্যমে প্রতি বছর ৪৩ হাজার কোটি ডাক উপকরণ বিতরণ করা হয়।

৫৭ উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার ও ব্যয় হ্রাস করা

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহায়তায় উন্নত শস্য, কৃষি নীতি সংস্কার ও স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ফলে এশিয়ার ধনী চাষীদের কীটনাশকের খরচবাবদ প্রতিবছর ৫ কোটি ডলার সাশ্রয় হচ্ছে এবং কীটনাশক ক্রয়ের ভর্তুকি হ্রাসের ফলে সরকারের বছরে ১৫ কোটি ডলার লাভ হচ্ছে। এসকল কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাসের ফলে প্রতিবছর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য খাতে ১ কোটি টাকার সাশ্রয় হচ্ছে।

৫৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ প্রমাণ করেছে প্রতিবন্ধীরা সমাজের জন্য সম্পদ এবং বিশ্বব্যাপী তাদের অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সর্বপ্রথম চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করেছে।

৫৯ আদিবাসী জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ভূমিকা পালন

বিশ্বের ৭০টি দেশে বসবাসরত ৩৭ কোটি আদিবাসীর প্রতি অবিচারের কথা জাতিসংঘ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে। এ আদিবাসীরা বিশ্বের সবচাইতে বিপন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অংশ। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত আদিবাসী সংক্রান্ত ১৬ সদস্যের স্থায়ী ফোরাম উন্নয়ন, সংস্কৃতি, মানবাধিকার, পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অবস্থা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

৬০ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) বিশ্ব টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবার উন্নয়ন এবং সমন্বয় সাধনে সরকার ও এ শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। বেতার তরঙ্গের ব্যবহারে সমন্বয়সাধন, স্যাটেলাইট অরবিট ব্যবহারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, উন্নয়নশীল বিশ্বে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং বিশ্বের বিস্তৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার পরস্পর সংযুক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজার রাখতে কাজ করে যাচ্ছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট থেকে সর্বাধুনিক ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, বেতার জ্যোতির্বিদ্যা, বিমান ও নৌ চলাচল পরিচালনা, স্যাটেলাইটভিত্তিক আবহাওয়াবিদ্যা, ফোন ও ফ্যাক্স, টেলিভিশন প্রচার ও আধুনিক প্রজন্মের নেটওয়ার্ক সকল ক্ষেত্রে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থার কাজের ফলে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ শিল্পে এক লক্ষ কোটি (এক ট্রিলিয়ন) ডলারের বিনিয়োগ হয়েছে।

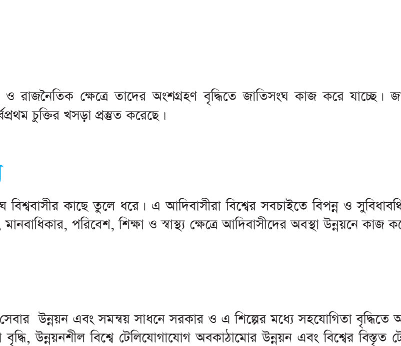

UN Secretaries-General

Kofi Annan (Ghana) 1997-

Boutros Boutros-Ghali (Egypt) 1992-1996

Javier Perez de Cuellar (Peru) 1982-1991

Kurt Waldheim (Austria) 1972-1981

U Thant (Myanmar) 1961-1971

Dag Hammarskjold (Sweden) 1953-1961

Trygve Lie (Norway) 1946-1952

** ** **